বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস - ২০১৪

অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমরা সবাই

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২ এপ্রিল ২০১৪

' অটিজম সচেতনতা থেকে সক্রিয়তা '

- সায়মা ওয়াজেদ হোসেন
সভাপতি, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার, বাংলাদেশ
এবং
গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিসিয়েটিভ

অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূলধারায় একীভূত করার জন্য অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পর তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে দেশের সব পেশায় সব সোপানের সকল মানুষকে দায়িত্বশীল হতে হবে; রাখতে হবে সংবেদনশীল ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা। অটিজম অক্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তির মত একজন সম্পূর্ণ মানুষ এ বিষয়টি আমাদের সবাইকে অনুধাবন করতে হবে। পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে আমরা অটিজম সনাক্ত ও তার মাত্রা নিরূপণে পাশাপাশি কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি একজন অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তির বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা রয়েছে তা নির্ণয় করতে পারি। দক্ষতা অনুযায়ী সে কাজগুলো আমরা তাদের দিয়ে করাতে পারলেই তাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন তথা সমাজে তাদের জন্য একটি স্থান প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বর্তমানে তাদের মূলধারায় একীভূত করার বিষয়ে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস খুবই জরুরী। কিভাবে এ সম্পৃক্তি সম্ভব বা একজন অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি বা শিশুর বিশেষ চাহিদাটি কী তা নির্ণয় করার জন্য উপর্যুক্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। সমাজ বা রাষ্ট্রের অপরাপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায় তাদেরকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এতে সমাজে একটি অটিজম বান্ধব আবহ তৈরি হবে এবং যা আমাদের সংবিধান এবং দেশের প্রচলিত আইনের সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২০১১ সালে 'গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিসিয়েটিভ' এর যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে সৃষ্ট স্টিগমা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরি কমিটি, একাধিক মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটি এবং অভিজ্ঞ, প্রফেশনাশল ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল গাইডেন্স কমিটি গঠন করে অটিস্টিক ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য বহুমুখি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

ইতোমধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান অটিজম নেওয়ার্ক বা সান (সাউথ-ইস্ট এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক) এর সহায়তা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এএসডি) - কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক অফিসগুলোর জন্য একটি পৃথক এজেন্ডা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছি।

এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্টাফ, ৩০০ শিশু বিশেষজ্ঞ, ৪৭০ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, ৬১৩ জন ডাক্তার, চার শতাধিক মাস্টার ট্রেইনার, ফিল্ড সুপারভাইজার এবং স্বাস্থ্যকর্মী সেই সাথে প্রায় ৫২৫ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের অটিজমসহ 'প্রতিবন্ধীদের প্রতি সংবেদনশীলতা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ৪০০ জন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক এবং প্রায় ১০০ জন মাস্টার ট্রেনারকে ডিজ্যাবিলিটি এ্যাওয়ারনেস ট্রেইনিং প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য টিচারস্ ট্রেইনিং ম্যানুয়াল এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলের পাঠ্য বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে অচিরেই মেডিকেল শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ইতোমধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ন্যাশনাল ডিজ্যাবিলিটি ডাটাবেইস তৈরীর উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জরিপ পরিচালিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি পরিচালিত এক পাইলট কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৮০০ কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা জন্ম থেকে ৯ বছরের মধ্যে প্রায় ৮০০০ শিশুর শনাক্তকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

অটিজমের মত জটিল ডিজঅর্ডারের কারণে বিশ্বের প্রায় সকল দেশই আজ অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে। এটা শিশু অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই নয়, যেহেতু অটিজম একটি জীবনব্যাপী সমস্যা তাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে সারাজীবন সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনির আওয়ায় নিয়ে আসার জন্যও এটি একটি চ্যালেঞ্জ। আমরা জানি, সারা বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের বাস উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। যেখানে এর যথাযথ ইন্টারভেনশন ও টুলস এবং দক্ষ জনশক্তির স্বল্পতা রয়েছে। কাজেই সমস্য সমাধানে এখনই আমাদের বৃত্তের বাইরে গিয়ে ভাবতে হবে এবং এমন সব পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যা হবে অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী। আর এগুলোর অবশ্যই দেশের বর্তমান জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন হবে অর্থাৎ কর্মসূচির সাথে খাপ খায় এমন হতে হবে। বিভিন্ন ধরণের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগই এটার একমাত্র পথ।

পরিবর্তনের প্রায়স যে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে তা প্রমাণস্বরূপ গত ১২ ডিসেম্বর ২০১২ সালে জাতিসংঘে এতদসংক্রান্ত নীতিমলালা "Addressing the Socioeconomic Needs of Individuals, Families and Societies living with Autism Spectrum Disorders and other Developmental Disabilities" (A/RES/67/82) [UN Resolution] শিরেনামে প্রণীত হয়। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা গত ৩০ মে, ২০১৩ এ "Comprehensive and Coordinated Efforts for the Management of ASD" শিরোনামে একটি নীতিমালা গ্রহণের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৪ সালের ৬৮তম ওয়ার্ল্ড হেলথ এ্যাসেম্বলিতে উত্থাপন করা হবে।

এখন আমাদের সময় এসেছে, প্রতিশ্রুতিসমূহ আমরা অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারসমূহকে দিয়েছি, সেগুলো বাস্তবায়ন করার। আমি তাই সকল সদস্য দেশসমূহ এবং জাতিসংঘকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যেন তারা অটিজমকে একটি আলাদা স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে প্রাধান্য দেন।

৭ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের এ শুভক্ষণে যে সব পরিবারের কোন প্রতিবন্ধী বিশেষ করে অটিজম আক্রান্ত সদস্য রয়েছে সে সব পরিবারের সাথে আমি একাত্মবোধ করি। আমি অভিনন্দন জানাই অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পিতা-মাতাকে যারা দৃঢ় মনোবল, অদম্য সাহস, আর অসীম ধৈর্য নিয়ে ঐ প্রিয় শিশুগুলোকে অনেক আদরে বুকে আগলে রেখেছেন। তাদের ভালোবাসা, কষ্ট সহিষ্ণুতা আর হৃদয়ের উষ্ণ কোমল ছোঁয়ায় সারাবিশ্ব আজ নীল আলোয় উদ্ভাসিত হোক।

অটিজম বিষয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য চিত্র

পটভূমি: বাংলাদেশ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি জনবহুল দেশ। বিপুল সংখ্যক শিশু অটিজম ও স্নায়বিক বিকাশ জনিত সমস্যা নিয়ে এ দেশে জন্মগ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান অনুযায়ী ,আইনের দৃষ্টিতে প্রতিটি নাগরিক সমান অধিকার লাভ করবে। এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করাও বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ (UNCRPD) অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত এ সনদে স্বাক্ষর ও ২০০৮ সালে অনুসমর্থন করে। এ সনদ বাস্তবায়নের জন্য সনদের ৩৩ ধারার আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়নসহ ফোকাল ডেস্ক নির্ধারণ করে মোট ৬০(ষাট) জন সরকারি ও বেসরকারি সদস্য নিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে গঠিত 'জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি' কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে সরকার বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম ও স্নায়বিক বিকাশ জনিত সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারম্যান, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বাংলাদেশ এর নেতৃত্বে অটিজম সম্পর্কিত সচেতনতার নতুন উন্মেষ ঘটেছে। ২০১১ সালের ২৫-২৬ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত "Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities in Bangladesh and South Asia" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সফল করতে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত ঢাকা ঘোষণা অটিস্টিক শিশুদের জন্য সচেতনতা, গবেষণা এবং পরিসেবা তৈরির নতুন দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সারাবিশ্বে অটিজম সচেতনতায় বাংলাদেশ এক নতুন দিগন্ত সূচনা করেছে।

বিশ্বব্যাপী অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD) আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবারও সম্প্রদায়ের জন্য জনসমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার এবং অন্যান্য ডেভেলপমেন্টাল ডিসএ্যাবিলিটিতে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং পরিবারের আর্থ সামাজিক চাহিদাকে মূল্যায়ন করার জন্য জাতিসংঘে একটি রেজুলেশন গৃহীত হয়। ৭১টি দেশসহ স্পন্সর দেশের সমর্থনে এ রেজুলেশন সর্ব সম্মতিক্রমে ১২.১২.২০১২ তারিখে গৃহীত হয়। জাতিসংঘ এ রেজুলেশন এর মাধ্যমে সব সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে অটিস্টিক ও অন্যান্য ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ রেজুলেশন গ্রহণের সময় বাংলাদেশের ভূমিকাকে অগ্রপথিক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

২০১১ সালের "Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities in Bangladesh and South Asia" সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ায় অটিজম নেটওয়ার্ক (সান) এর জন্ম হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক (সান) এর প্রথম সভা ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারম্যান, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বাংলাদেশ উক্ত সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং তিমুরের স্বাস্থ্য মন্ত্রীগণসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রতিবন্ধিতা ও উন্নয়নের উপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, চেয়ারম্যান, জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, অটিজম এবং নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার বাংলাদেশ ও সুরাইয়া বেগম এনডিসি, প্রাক্তন সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'The way forward: a disability inclusive development agenda towards 2015 and beyond.' জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন উক্ত বৈঠকে অটিজম বিষয়ে বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন। বৈঠকে ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও আর্থ-সামাজিক স্বার্থ সুরক্ষায় বিষয়টি Sustainable Development Goal এর অন্যতম এজেন্ডা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একমত পোষণ করে।

অটিজম বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর ও বেসরকারি সংস্থার গৃহিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন এনজিও স্ব স্ব অঙ্গনে অটিজমে আক্রান্তদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম করে যাচ্ছে।

❒ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয় দেশের সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত, অনগ্রসর, অসহায়, দুস্থ, বয়োবৃদ্ধ, এতিম ও বিপন্ন শিশুদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ও অটিজমে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় বহুমাত্রিক কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে আসছে। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

❒ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডশন

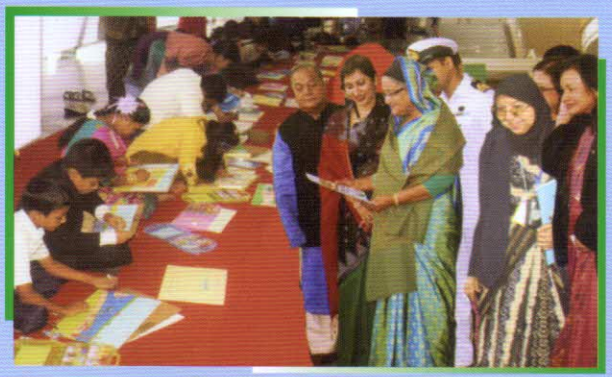

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপত্র, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য, রুপকল্প ২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯ সন থেকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন সাধারণ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রম ছাড়াও অটিজম নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অটিজম বিষয়ক পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান কার্যক্রমগুলো নিম্নে বিধৃত হলো :

- **অটিজম রিসোর্স সেন্টার :** ২০১০ সালে তৃতীয় বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদ্‌যাপনের শুভলগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ফাউণ্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাত্রা শুরু হয় অটিজম রিসোর্স সেন্টারের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২-৪-২০১০ আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সেন্টারের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। কনসালট্যান্ট (ফিজিওথেরাপি), কিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, সাইকোলোজিস্ট, ক্লিনিক্যাল স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট এর মাধ্যমে অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিবর্গকে উক্ত সেন্টার থেকে বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ১৫০০ জন অটিজমের শিকার শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে যা অব্যাহত আছে। এছাড়া এ সেন্টারের আওতায় রেজিষ্ট্রিকৃত অটিস্টিক শিশুদেরকে নিয়মিত Home Based InterventionI প্রদান করা হচ্ছে।

- **ফ্রি স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম :** ২০১১ সালে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। ২৮টি দরিদ্র পরিবারের ৩০ জন অটিস্টিক শিশুকে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অটিস্টিক স্কুলের আওতায় পরিচালনাধীন বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুলে বর্তমানে অধ্যয়নরত অটিস্টিক শিক্ষার্থীবৃন্দ বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি/অকুপেশনাল থেরাপি গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

- **প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি :** দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো দেশের পাঁচটি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের সেবা কার্যক্রম বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হওয়ায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পূর্বের পাঁচটি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়ন করে আরও ১০টি, ২০১১-১২ অর্থ বছরে পূর্ববর্তী বছরগুলোর ১৫টি কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়ন করে আরও ১০টি এবং ২০১২-১৩ অর্থ পূর্ববর্তী বছরগুলোর ৩৫টি কেন্দ্র নবায়নসহ আরও ৩৩টি জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৬৮টি স্থানে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি চালু রয়েছে। কর্মসূচি চালু হওয়ার পর এ যাবৎ প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার প্রতিবন্ধী বিষয়ক থেরাপিটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে অটিজম কর্ণার চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

- **অটিজম কর্ণার :** ২০১২ থেকে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে 'Autism Corner' স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট ফিজিওথেরাপি, কিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, কিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ও অটিজম-এ প্রশিক্ষিত অপরাপর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ অটিজমের সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থেকে অটিজমের শিকার জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে আসছে।

- **ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস :** প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিগত ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ফাউণ্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন থেরাপিটিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২০টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ :** অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সন হতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি তাদের পিতামাতা ও অভিভাবককেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ যাবৎ অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে-'ট্রেনিং ফর দ্য মাদার্স অভ মেন্টালি চ্যালেঞ্জড চিলড্রেন', 'অটিজম সচেতনতা বিষয়ক অভিভাবক প্রশিক্ষণ কোর্স' Behaviour Modification and Picture Exchange Communication System (PECS), Autism and Development Disorder Management, Training on Parents' Role in Managing Children with Autism Spectrum Disorder, 'অটিস্টিক সন্তানদের ব্যবস্থাপনায় বাবা-মায়ের ভূমিকা' ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ নিয়মিত কর্মপরিকল্পনামতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- **জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স :** প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য উপযোগী সুযোগ সুবিধাসহ ঢাকার মিরপুরে ফাউণ্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বর্তমান সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স এর ডিপিপি অনুমোদন লাভ করেছে। শীঘ্রই উক্ত কমপ্লেক্সের কাজ শুরু করা হবে। উক্ত কমপ্লেক্স অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন আশ্রয় কেন্দ্র থাকবে।

- **প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স :** দেশের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদগণের ক্রীড়া চর্চা ও শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য সাভারে ১২.০১ একর খাস জমি প্রতীকী মূল্যে ২০১২ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের নামে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করেছেন। এ কমপ্লেক্সে অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ন্যায় অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের জন্য indoor Ges outdoor খেলা ও শরীরচর্চার সুবিধা সৃজন করা হবে।

❐ সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজসেবা অধিদফতর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

- **নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ :** সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩" এর খসড়া প্রণয়ন করে। উক্ত আইন নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

❐ এ অধিদফতর থেকে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে :

- **শেখ ফজিলাতুল নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্পেশালাইজ হসপিটাল এন্ড নার্সিং কলেজ :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগীতায় স্থাপিত শেখ ফজিলাতুল নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্পেশালাইজ হসপিটাল এন্ড নার্সিং কলেজটি গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে অবস্থিত। ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট এ হাসপাতালটি গাজীপুর জেলার দরিদ্র অটিস্টিক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।

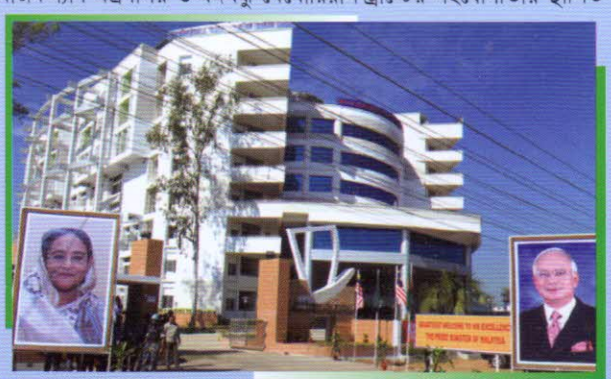

- **অটিস্টিক চিলড্রেন ইনিস্টিটিউট এন্ড ব্লাইন্ড ওল্ড হোম এন্ড টি এন মাদার চাইল্ড হসপিটাল :** ঢাকার সন্নিকটে সাভারের হেমায়েতপুরে অবস্থিত অটিস্টিক চিলড্রেন ইনিস্টিটিউট এন্ড ব্লাইন্ড ওল্ড হোম এন্ড টি এন মাদার চাইল্ড হসপিটাল এর নির্মাণ কার্যক্রম ২০০৯ সালে শুরু হয়ে ২০১২ সালে সমাপ্ত হয়। এ হাসপাতালটি সাভার এলাকার জনসাধারণকে বিশেষ করে অটিস্টিক শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।

- **প্রয়াস :** ঢাকা সেনানিবাসে স্থাপিত প্রয়াস নামক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি সেনানিবাস এলাকা ও রাজধানীর ৪০০ অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

- **প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ :** 'প্রতিবন্ধী জরিপে অংশ নিন, দিন বদলের সুযোগ দিন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার, ৩,৬৬৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ৫৯০ জন ডাক্তার/কনসালট্যান্ট এবং ৩৬৯ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের ১৭৪৬ জন কর্মকর্তাসহ ৫৬৪টি উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এনজিও ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অটিজমসহ প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের ধারণা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে দেশের সবক'টি জেলায় তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৬,৪৭,১৯০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

❒ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা নিরসনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন ছাড়াও অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা মোকাবিলায় সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা অভিভাবক ফোরাম উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ; অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ও সমাজে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ; সময়ের সাথে সাথে এতদসংক্রান্ত এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ ও সময়ে সময়ে সংশোধনের বিষয়ে বিবেচনা; অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যায় আক্রান্তদের জীবনের বিভিন্ন ধাপের প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন, স্ট্র্যাটেজিক এন্ড কনজার্ভেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান অব অটিজম এন্ড ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ ইন বাংলাদেশ (এসসিএসপিএনডি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনা ও সমস্যা থাকলে তা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা, সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, সম্ভাব্য উৎস সনাক্তকরণসহ পরামর্শ প্রদানের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় উপদেষ্টা কমিটিকে সহায়তা প্রদান, অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত জটিলতা রোধে উন্নত গাইড লাইন এবং চিকিৎসা নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট অটিজম ও স্নায়ু বিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে 'টেকনিক্যাল গাইডেন্স' কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্টিয়ারিং কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান মিস সায়মা ওয়াজেদ হোসেন Skype- এর মাধ্যমে এবং তৃতীয় সভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন।

অটিজম সমস্যা নিরসনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি জাতীয় কৌশল পত্র (National Strategy) প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। মেডিকেল শিক্ষা কার্যক্রমে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১০টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে অটিজম ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্ট সমস্যা জনিত শিশুদের চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে। অটিজম বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ডাক্তার ও নার্স প্রশিক্ষণ কার্যক্রম 'সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (CNAC) ও 'মেন্টাল হেলথ ইনস্টিটিউট' এর মাধ্যমে এগিয়ে চলছে। উপজলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে প্যারামেডিকস ও অভিভাবকদের অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। প্রশিক্ষণের জন্য ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিকস ও অভিভাবকদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল ও অন্যান্য তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ (IEC Material) প্রস্তুত করা হয়েছে। অটিস্টিক শিশু সনাক্তকরণের জন্য Piloting of Home Based Screening of Autism and Neurodevelopment Disorders in Children Aged 0-9 Yers at selected 7 Upazillas in 7 (Saven) Divisions on Bangladesh and Dhaka City কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলটিং কার্যক্রমটি গত ২০১২- ২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে চলতি সেক্টর কর্মসূচিতে সারাদেশকে এই কার্যক্রমে আওতায় আনা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে Institute of Neurodevelopmental & Autism স্থাপনের ডিপিপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সবুজ পাতায় অচিরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে অঞ্চল ভিত্তিক ১ (এক) জন এবং স্থানীয়ভাবে ১ (এক) জন করে মোট ২ (দুই) জন অটিজম পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক (SAAN) এর সদস্য হিসেবে SAAN এর চার্টার প্রস্তুতিতেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

Compehensibe and Co-ordinated Efforts for the Management on Autism Spectrum Disorders (ASDS) -শীর্ষক এজেন্ডাটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৩৩তম Executive Board সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং আসন্ন 66th World Health Assembly- তে অনুমোদনের জন্য Executive Board সুপারিশ করেছে। প্রসংগত বোর্ড সভায় এজেন্ডাটি গ্রহণের বিষয়ে জেনেভাস্থ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।

প্রতি বছর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সকল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করছে। এই দিবসটির অংশ হিসেবে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও অটিজম সচেতনতার সাংকেতিক নীলাভ বাতি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

❒ সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (সিএনএসি)

পটভূমি: সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (সিএনএসি) হ"ছ বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে শিশুদের স্নায়ুবিকাশজনিত ও অটিজম সমস্যার চিকিৎসাসেবা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পচিালিত হয়ে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবস্থিত এবং পেশাগতভাবে দক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ের জনশক্তি সমষ্টিগতভাবে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন শিশু ও তাদের পরিবারকে সমন্বিত ও বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও এই কেন্দ্রে একটি 'দিবা যত্ন কেন্দ্র' এবং 'নিরাময় ও অটিজম বান্ধব' পরিবেশ স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে চিকিৎসক ও থেরাপিস্টদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের কার্যাবলী শিশুদের অধিকার অর্জন ও জীবনের সবক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভের সহায়ক । অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে সচেতনতা তৈরি করাও এই কেন্দ্রের লক্ষ্য। জাতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীর মূলধারায় অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

❒ সিনাক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- দক্ষ , প্রশিক্ষিত ও পেশাদার সমন্বিত দলের মাধ্যমে যে সকল শিশুদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, বিকাশজনিত বা স্নায়বিক দুর্বলতা রয়েছে তা নির্ণয় করা এবং শুরুতেই সেই শিশুদেরকে বিশেষায়িত সেবা প্রদান।
- সমন্বিত ও উচ্চ পেশাদারিত্ব সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদেরকে ও তাদের পরিবারকে বিশেষায়িত সেবা ও পরামর্শ প্রদান।
- অটিজম ও অন্যান্য স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে গুণগত ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং অটিজম শিশুদের শিক্ষাদানে দক্ষ শিক্ষকদের সমন্বয়ে 'অটিজম আছে এমন শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্কুল' স্থাপন এবং তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।
- যেসকল শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ বা বিলম্বিত হয়েছে তাদের প্রাত্যহিক যত্নে বাবা-মায়েরা কীভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন সে বিষয়ে বাবা মায়েদের অবহিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন প্রদান।
- অটিজম ও শিশুদের স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পচিালিত করা ও নিয়মিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকলকে অবহিতকরণ।
- গর্ভাবস্থা থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ এর গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করা এবং নবজাতকের যত্ন, নিরাপত্তা, এবং শিশু বান্ধব পরিবেশ গড়তে বাবা-মায়েদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের নিয়মিত 'ফলো আপে' রাখা এবং তাদের স্নায়বিক ও মানসিক বিকাশের পর্যায়গুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষন করে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান।
- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসক এবং শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠরত চিকিৎসকদের অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান যাতে মাঠ পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানে তারা অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।
- অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের সর্ব্বোচ্চ চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাপর বিভাগ সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে বিশেষায়িত সেবা নিশ্চিত করা।

❒ **সিনাক এর সেবাসমূহ :** কেন্দ্রের সেবার দুয়ার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে এই কেন্দ্রে সমান সেবা প্রদান করা হয়। স্নায়ুবিকাশ বা অন্যান্য বিকাশজনিত যে কোনো সমস্যা নিয়ে যে সমস্ত অভিভাবকেরা আমাদের কাছে আসেন তাদের প্রত্যেককেই সমান গুরুত্ব দিয়ে সেবার হাত প্রসারিত করার প্রচেষ্টা আমাদের শুরু থেকেই অব্যাহত রয়েছে। আমাদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীগণ তাদের সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করেন কী করে একটি শিশু ও তার পরিবারকে সেবা প্রদান করা যায়। যে শিশুটি প্রতমবার এই কেন্দ্রে আসে তাকে 'ওয়াক ইন ক্লিনিক' এর মাধ্যমে নির্নয় করার চেষ্টা করা হয় তার সমস্যার ক্ষেত্রটিকে। যারা ইতোমধ্যে স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত বলে নির্নীত তাদেরকে 'নিউরোলজি ফলো আপ ক্লিনিক', যাদের মধ্যে মৃগী/খিঁচুনীর সমস্যা আছে তাদের 'এপিলেপ্সি ক্লিনিক' এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের 'উচ্চ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ক্লিনিক' এর মাধ্যমে সেবা প্রদাণ করা হয়। শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একটি 'খেলাঘর' বা 'প্লে কর্ণার ' এর সুবিধাও এই কেন্দ্রে রাখা হয়েছে যেখানে স্বাভাবিক শিশুরা , বিকাশ বাধাগ্রস্থ শিশুদের সাথে মিলে মিশে খেলতে পারে ও পারস্পরিক বিকাশকে পরিশীলিত করে তুলতে পারে। আমরা সবসময় বাবামায়েদের উৎসাহিত করি যাতে তারা সবসময় তাদের সন্তানকে সঙ্গ প্রদান করেন, আমরা বিশ্বাস করি বাবা মায়েরা হচ্ছেন সবচাইতে উপযুক্ত মানুষ যারা তাদের শিশুদের বুঝতে পারেন এবয় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া আক্রান্ত শিশুদের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব।

❒ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠী। দারিদ্র বিমোচনে শিক্ষা প্রধান অবলম্বন। একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে। তাই শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়। জাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ কিংবা জন্মের পর প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। এদেরকে জাতীয় শিক্ষার আওতায় আনা না গেলে একটি নিরঙ্কুশ জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ শিক্ষার জন্য কৌশল পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

❒ কৌশল :

- প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত বিদ্যালয়সমূহে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করণ;
- স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ গ্রহণে দ্রুত উন্নতিকরণ;
- সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় স্কুলগুলোতে অন্তত একজন শিক্ষককে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রতিবন্ধীদের শরীরচর্চা ও খেলাধূলা তদারকির উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করণ;
- দৃষ্টি, শ্রবণ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চালুরকরণ;

- প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বিত শিক্ষাক্রম সংবলিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষকদের জন্য পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট স্থাপন করারা পদক্ষেপ গ্রহণ;
- সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে প্রস্তাবিত সমন্বিত শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তভূর্ক্ত করণ; এতে সাধারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের পক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা সহজতর হবে।
- প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করণ;
- চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান;

❒ গৃহীত কার্যক্রম : গত ২৫.০৯.২০১২ তারিখে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এ অটিজম বিষয়ক মডিউল তৈরীর লক্ষ্যে Sensitization কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) ও Global Autism and Public Health, Bangladesh (GAPB) এর যৌথ আয়োজনে নায়েমের ২৭ জন অনুষদ সদস্যকে অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ অনুষদ সদস্যরা মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে নায়েমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের অটিজম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
- জাতীয় টেক্স বুক বোর্ড কর্ত"ক প্রণীত নবম ও দশম শ্রেণীর কারিকুলামে অটিজম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- পরীক্ষা হলে প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীরা স্বাভাবিক ছাত্র/ছাত্রীদের তুলনায় ৩০ মিনিট সময় অতিরিক্ত পাবে।
- বেসরকারি স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজ, মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা ২০১২ অনুসারে ন্যূনতম যোগ্যতার থাকা সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে শূণ্য আসনের বিপরীতে ২% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

❒ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন এবং শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিশু নীতির ৬.৯ ধারায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

❒ বিশেষ কর্মসূচি :

- অটিস্টিক শিশুদের অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ও সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- অটিস্টিক শিশুদের জন্য প্রয়োজনবোধে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে;
- অটিস্টিক শিশুদের যেহেতু সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকে, সেহেতু তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করার জন্য পরিবার বা তার বাবা মাকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে;
- অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ চাহিদার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে;
- প্রতিবন্ধিতা এবং অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে;
- শহর অঞ্চলে কর্মজীবী মায়েদের পুষ্টির উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের জন্য 'স্বপ্ন রাঙ্গা' নামে চিত্রাংকন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করেছে;
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডিপি) প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

❒ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অটিস্টিক শিশুদের মূল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ বর্তমান সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের বিদ্যালয় ভর্তি ও তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ায় জনাব সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এর নেতৃত্বাধীন Global Autism Public Health Bangladesh (GAPH) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

❒ **কার্যক্রম :** "অটিজম এক ধরণের মানসিক সমস্যা এটি কোন রোগ নয়"। এ বিষয়বস্তুকে অগ্রধিকার দিয়ে অটিজম বিষয়টিকে পৃথকভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;

- বিগত ১৬ হতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত অটিজমসহ একীভূত শিক্ষার ওপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনার তৈরির জন্য মাঠ পর্যায়ের ৩২ জন কর্মকর্তাকে GAPH Bangladesh এর সহযোগিতায় ০৫ (পাঁচ) দিনের TOT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অটিজমসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে একজন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে;
- একীভূত শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্দেশ্যে Strategic Action Plan for Children with Special Needs অনুমোদিত হয়েছে এবং এ এ্যাকশন প্লান এর আওতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রতিটি পিটিআই হতে ২(দুই) জন করে ইন্সট্রাক্টর/সহকারী সুপারিনটেনডেন্টকে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ০৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- অটিজম বিষয়ের ওপর মীনা কার্টুন তৈরী করে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে;
- অটিজম বিষয়ের উপর ইন্টারএ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার নির্মাণ করে উপজেলা পর্যায়ে ১৫৮টি শো প্রদর্শিত হয়েছে;

❐ বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম

❐ প্যারেন্টস ফোরাম

প্যারেন্টস ফোরাম বিশেষ শিশুদের বাবা-মায়ের সমর্থনে ও পরিচালনায় গঠিত একটি স্বেছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠন। এ সংগঠন সকল বাবা-মাকে একই প্লাটফরমে এনে একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কে তথ্য আদান-প্রদান, নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করা ও নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতামুলক বন্ধন তৈরী করার জন্য একটি ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করে চলছে।

- **সংস্থার লক্ষ্য :** অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা এবং স্নায়ুবিক বিকাশ সংক্রান্ত ক্ষমতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণের জন্য তাদের পক্ষে কথা বলা; প্রয়োজনীয় এবং প্রাপ্য সুবিধা আদায় এবং তাদের জীবনের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালানো; মূল জনস্রোতের অংশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের নিজ নিজ পরিবেশের মাঝে বসবাসের জন্য যতদূর সম্ভব উপযুক্ত আবহ সৃষ্টি করা।

- **সেবাসমূহ:**

- পেরেন্টস ফোরাম বিশেষ শিশু ও তরুণদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তাদের সমাজে উপযোগী হতে এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে;

- বিশেষ শিশুদের তাদের উপযোগী কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা করা;

- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ আয়োজন, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করে গণসচেতনতা তৈরি করা;

- তাদের বসবাসের যথাযথ ব্যবস্থা করা।

❐ সুইড বাংলাদেশ

১৯৭৭ সালে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের কার্যক্রম শুরুর প্রথম থেকেই সুইড বাংলাদেশ অটিষ্টিক শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সুইড বাংলাদেশ-এর দেশব্যাপি পরিচালিত ৯০টি বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৭,৫০০ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে।

- **গৃহীত কার্যক্রম ঃ** সুইড বাংলাদেশ 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসএবল্ড এন্ড অটিজম' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শনাক্তকরণ ও পিতামাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে থাকে। সুইড বাংলাদেশ-এর বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রমে প্রায় ১,১৫০ জন অটিস্টিক শিশু রয়েছে। সুইড বাংলাদেশ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছে আসছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে 'প্রশিক্ষণ হোম' পরিচালনা করা হচ্ছে। পিতামাতার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পদ রক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছে।

- **বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পারদর্শিতা:** গত ২০০৯ সাল থেকে ভারতের নয়াদিল্লীস্থ নৃত্য সংগঠন 'আলপনা' এর আমন্ত্রণে সুইড বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল নৃত্য সংগীত পরিবেশন করে প্রশংসা লাভ করেছে। ২০১২ সালে ভারতের সাস্কৃতিক সংগঠন 'অঞ্জলী' ভুবনেশ্বর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে ভারত ও শ্রীলংকার ৩৭টি সংগঠনের মধ্যে সাধারণ ও প্রতিবন্ধী নৃত্য শিল্পীদের উচ্চাংঙ্গ নৃত্য প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার লাভ করে।

- **বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বিশেষ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসাধারণ পারদর্শিতা:**

স্থান	বৎসর	স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক	মোটপদক
স্পেশাল অলিম্পিক যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯১	১	৪	৩	৮
স্পেশাল অলিম্পিক যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯৫	৬	৭	৭	২০
স্পেশাল অলিম্পিক যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯৯	২৩	১০	৭	৪০
স্পেশাল অলিম্পিক চীন	১৯৯৬	৬	১	৫	১২
স্পেশাল অলিম্পিক আয়ারল্যান্ড	২০০৩	১০	৬	৬	২২
স্পেশাল অলিম্পিক ব্রুনাই	২০০৫	১২	১০	২	২৪
স্পেশাল অলিম্পিক চীন	২০০৭	৩২	২৪	১৫	৭১
স্পেশাল অলিম্পিক ব্রুনাই	২০০৮	১৫	৭	১	২৩
স্পেশাল অলিম্পিক গ্রীস	২০১১	২৯	১২	৩	৪৪
স্পেশাল অলিম্পিক ব্রুনাই	২০১২	৯	২	২	১৩
স্পেশাল অলিম্পিক অস্ট্রেলিয়া	২০১৩	৩৩	১১	৭	৫১

❒ অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

অটিস্টিক শিশু ও তার পরিবারকে সার্বিক সেবা দান, অটিজম সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, এবং অটিস্টিক শিশু কিশোরদের সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে ২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন তার পদযাত্রা শুরু করে।

❒ সেবাসমূহ:

- অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বর্তমানে একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র "কানন" এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং কাশ "কৃষ্ণচুড়া" পরিচালনা করছে। সেই সাথে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য "Free Saturday Clinic" এবং ৫ বছরের নিম্নে অটিস্টিক শিশুদের জন্য "Early Stimulation program" চালু রয়েছে। বর্তমানে ২টি শিফটে অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে ১৬০ জন অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রী এবং ৬৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন।
- একটি প্যাকেজ প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে অটিস্টিক শিশু ও তাদের পরিবারকে সেবা দিয়ে আসছে অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি উচ্চমানের সুসংগঠিত কার্যক্রম যেখানে ছাত্র/শিক্ষকের আনুপাতিক হার ১:১ এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যোগাযোগ ও সামাজিক দক্ষতা, ব্যবহার ও লেখাপড়ার উপর জোর দেয়া হয়।

- অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে "Evidence based practice" অনুসরণ করে যার মধ্যে Structure teaching, ABA, PECS অন্যতম। অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে মেধাবী অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য রয়েছে সাধারণ কারিকুলাম ও সিলেবাস সমৃদ্ধ স্বতন্ত্র কাশ রুমের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেকটি অটিস্টিক ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা (I.E.P).
- অটিজম সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নিয়মিত নিউজলেটার ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকে এবং ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হস্তশিল্প মেলা এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

❒ প্রয়াস

প্রয়াস হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত একটি বেসরকারি সংস্থা যা ২০০৬ সালে ঢাকা সেনানিবাসে স্থাপিত হয়। সেনানিবাস এলাকার প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রয়াস বিশেষায়িত শিক্ষক মন্ডলী ও থেরাপিষ্ট এর সহযোগিতায় ৭টি শাখার মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল, বিভিন্ন ব্যাংক, সমাজকর্মী, ব্যবসায়ীদের অনুদানে প্রয়াস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

- **প্রধান কার্যক্রম :** ক) অটিজম বিদ্যালয় পরিচালনা; খ) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা; গ) শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা;
ঘ) শারীরিক, সেরিব্রালপালসি ও বহুমুখী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা; ঙ) বহুমুখী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় (সকল শিক্ষার্থীদের জন্য); এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা।
- **বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম :** ক) খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম; খ) শিক্ষা সফর, আনন্দ ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম;
- প্রয়াস 'বাংলাদেশ ইউনির্ভারর্সিটি অব প্রফেশনালস' থেকে অনুমোদন নিয়ে- Institute of Special Education and Research (ISER) এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচলনা করছে। এসব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং একটি বন্ধু সুলভ পরিবেশে, সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনে উৎসাহিত হতে পারে।
- **থেরাপি ও অন্যান্য সুবিধাসমূহ:** ক) বর্হিবিভাগ সেবা; খ) চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানিক পরীক্ষা; গ) আকুপেশনাল ও ফিজিও থেরাপি; ঘ) স্পীচ ও ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি; ঙ) ডান্স, মিউজিক ও আর্ট থেরাপি

❒ সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব অটিস্টিক চিলড্রেন (সোয়াক)

সোয়াক একটি সেবামূলক, অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তবমুখি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা যাতে ভবিষ্যতে তারা পরনির্ভরশীল না থেকে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং তাদের সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। অটিজম বৈশিষ্টযুক্ত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে যোগাযোগ (কম্যুনিকেশন), সামাজিক দক্ষতা, কাঙ্খিত আচরণ ও আত্মনির্ভরশীল দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হয়।

- **সেবাসমূহ:**

সোয়াকের সকল ছাত্রছাত্রীকে সেনসরি, অকুপেশন ও স্পীচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপী এবং হোম রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম প্রদান করা হয়। ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য মা সহ 'আর্লি ইন্টারভেনশন' ক্লাশ। ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেসিক এডুকেশন ক্লাশ। ১০ বছর বয়স থেকেই প্রিভকেশনাল প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়। ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের প্রিপারেটরী ওয়ার্ক এন্ড একটিভিটি ক্লাসে ভকেশনাল প্রশিক্ষণ (ব্লক, টাইডাই, বাটিক, সেলাই, পেপার টেকনলজি, ড্রাই ফ্লাওয়ার, মোম, জুয়েলারি, খাম ও ঠোঙা তৈরী, অফিস স্কিল, লন্ড্রী, গার্ডেনিং) দেওয়া হয়। ২৫ ও তদোর্ধ্ব ছাত্রছাত্রীরা ওয়ার্ক এন্ড একটিভিটির অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রুপটি হস্তশিল্প সামগ্রী ও এডুকেশনাল ম্যাটিরিয়াল তৈরী, অফিস ও সেক্রেটারিয়াল কাজ, ক্যাফে ও গার্ডেনিং এর কাজ- অর্থাৎ প্রোডাকশনের ও সেন্টারের প্র্যাকটিকাল কাজগুলো করে থাকে।

সোয়াক ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত অটিস্টিক শিশুদেরকে প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ঢাকা শহরের বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরে অটিজমের উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করে আসছে।

বস্তি এলাকায় অটিস্টিক শিশুদের জন্য এ্যামবুলেন্ট টিচার সার্ভিস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০০৭ সাল থেকে ফিনল্যান্ড 'প্রেরণা' নামক একটি প্রজেক্ট শুরু করেছে যার মাধ্যমে সোয়াকের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ পেয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ফিনল্যান্ড থেকে প্রশিক্ষক এসে সোয়াকের অভিভাবক, শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

'সোয়াক' ২০০৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম অটিজম বিষয়ক 'তৃতীয় সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল কনফারেন্সের' আয়োজন করে।

সোয়াক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার তবলছড়িতে অটিস্টিক শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য 'সেন্টার ফর ইনস্পিরেশন' নামে ২০১২ সালে একটি সেন্টার চালু করেছে।

❒ সীড ট্রাস্ট

সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও একীভূত সমাজ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সীড ট্রাস্ট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

- সীড ট্রাস্ট ঢাকা শহরের মোহাম্মাদপুর, রায়েরবাজার এবং কামরাঙ্গীর চর এলাকায় অবস্থিত তিনটি (০৩) সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৫০ জনেরও অধিক সুবিধাবঞ্চিত অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোরদের প্রাক-প্রাথমিক ও বিশেষ শিক্ষা, ফিজিওথেরাপি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দুপুরের খাবার, যাতায়াত ভাতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে।

- সীড ট্রাস্ট প্রতিবন্ধী শিশুদের যত্নকারী, মূলধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, পরিচালনা কমিটি, স্থানীয় সরকার, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং এনজিও কর্মীদের সাথে অটিজম, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সহওরিয়েন্টেশন, কর্মশালা, সেমিনার, সংলাপ, কনফারেন্স, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের তৈরি পণ্য ও চিত্র প্রদর্শনীসহ যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

❒ ডিআরআরএ (ডিসএ্যাবল্ড রিহ্যাবিলিটেশন এবং রিসার্চ এসোসিয়েশন)

ডিসএ্যাবল্ড রিহ্যাবিলিটেশন এবং রিসার্চ এসোসিয়েশন (ডিআরআরএ) একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সেচ্ছাসেবক সংস্থা। সংস্থাটি ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ডিআরআরএ ১৯টি জেলায় ২৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এবং সরাসরি মানিকগঞ্জ ও সাতক্ষীরা জেলায় প্রতিবন্ধী নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল মানুষের পূর্নবাসন, গবেষণা ও অধিকার কর্মসূচি পরিচালনা করে চলছে।

- **সেবাসমূহ :** আবাসিক পুনর্বাসন : মানিকগঞ্জ জেলার বানিয়াজুরি নামক স্থানে ডিআরআরএ-এর একটি আবাসিক কেন্দ্র আছে। সেখানে ৮ জন গুরুতর দুঃস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী জনিত ছেলে-শিশু আবাসিক আশ্রয় কেন্দ্রের সুবিধা পেয়ে আসছে। এছাড়া ডিআরআরএ দেশের বিভিন্ন জেলায় ১০টি পুনর্বাসন ইউনিট পরিচালনা করছে যেখানে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের চাহিদা মোতাবেক অকুপেশনাল থেরাপী, শিশুদের দৈন্দিক কাজের (ADL) প্রশিক্ষণ, সেনসরি ইন্টিগ্রেসন, সেরিব্রাল থেরাপিও প্রাক-বৃত্তিমূলকশিক্ষা ও অভিবাবকদের প্রশিণ প্রদান করা হয়।

- **বিশেষ শিক্ষা:** অটিস্টিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি বিশেষ স্কুল (অমরজ্যোতি) সাতক্ষীরায় চালু রয়েছে। এ বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সাথে সাথে তাদের দৈনন্দিন কাজের (ADL) প্রশিক্ষণ ও আচরনগত দক্ষতার পাশাপাশি ভিতর ও বাইরের মানুষের সাথে মিশার অভ্যাস করানো হয় ।

- **হোপ ফর লাইফ-একটি মোবাইলকিনিক :** ২০১১ সাল থেকে অটিস্টিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল জনিত প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরন, চাহিদামূল্যায়ন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি বিশেষ সজ্জিত বাস দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে ১২০০ শিশুকে চিহ্নিত করেছে এবং তাদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। DRRA কর্তৃক SMILE নামক software এর মাধ্যমে অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুত করে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য'

নাছিমা বেগম এনডিসি
ভারপ্রাপ্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিবন্ধিতা কোন পাপ বা অভিশাপ নয়, এটি মানব বৈচিত্রের একটি অংশ। এ বিশ্বে প্রতিবন্ধী মানুষেরও পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ ঘোষণা করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘে গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদে (UNCRPD) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করে। সে আলোকে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রানুসারে তাদের সেবা দেয়ার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিজের অধিকারের কথা বলতে পারেন। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণও ইশারা ভাষায় নিজেদের অধিকার ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা কিংবা সেরিব্রাল পালসি সম্পন্ন ব্যক্তি) সাধারণত: নিজের প্রয়োজন বা অধিকারের কথা বলতে পারেন না বা সংগঠিত হতে পারেন না। শারীরিক, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৯৬২ সাল থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হলেও কার্যত: নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বিশেষত: অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার এ স্নায়বিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সমাজের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ প্রণয়ন করার মাধ্যমে একটি যুগান্তকারী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এ জনগোষ্ঠীর যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং তাদের উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানসহ সার্বিকভাবে সক্ষম করে তোলা, তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং অধিকার সুরক্ষার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ট্রাস্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্তকরণ, নিজ পরিবারের সঙ্গে বসবাসে সহায়তা প্রদান, মাতা-পিতা বা অভিভাবকের মৃত্যুতে তার জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা, বিশেষ শিক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উত্তরাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়াও, ট্রাস্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি তহবিল গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

❒ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩' এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরণ :** এ আইনের ৩ ধারায় শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত এবং ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা ও প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতার ধরন হিসেবে নিম্নধৃত চার ধরণের প্রতিবন্ধিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- **অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস্-** অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের এরূপ একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যা শিশুর জন্মের দেড় বছর হতে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ্য ও স্বাভাবিক মানুষের মতই হয়ে থাকে। তারা পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারে না, যেমন-ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে না পারা, নিজের ভিতর গুটিয়ে থাকা, ইত্যাদি। তবে, অনেক ক্ষেত্রে ছবি আঁকা, গান করা, কম্পিউটার চালনা বা গাণিতিক সমাধানসহ অনেক জটিল বিষয়ে এই ধরণের ব্যক্তিরা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।

- **ডাউন সিনড্রোম-** কোনো ব্যক্তির মধ্যে এরূপ কোনো বংশানুগতিক (genetic) সমস্যা, যা ২১তম ক্রোমোসোম জোড়ায় একটি অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের উপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং মৃদু হতে গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা, দুর্বল পেশীক্ষমতা, খর্বাকৃতি ও মঙ্গোলয়েড মুখাকৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ডাউন সিনড্রোমসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন।

- **বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা-** বয়স উপযোগী, বুদ্ধিবৃত্তিক, দৈনন্দিন কাজের দক্ষতায় সীমাবদ্ধতা এবং বুদ্ধাঙ্ক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম-এ ধরণের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেকোনো ব্যক্তি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন।

- **সেরিব্রাল পালসি-** অপরিণত মস্তিষ্কে কোনো আঘাত বা রোগের আক্রমণের কারণে যদি কোনো ব্যক্তির সাধারণ চলাফেরা ও দেহভঙ্গিতে অস্বাভাবিকতার প্রেক্ষিতে দৈনন্দিন কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হলে তিনি সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন।

- **ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:** বর্ণিত আইনের ১০ নং ধারায় ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে। সমাজের অংশ হিসেবে মর্যাদার সাথে বসবাস করার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে- (ক) যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা, (খ) উপযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা, (গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

❐ **উপদেষ্টা পরিষদ :** উক্ত আইনের ১১ নং ধারার আলোকে ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সহসভাপতি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ ১৬ সদস্য বিশিস্ট উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে।

❐ **ট্রাস্টি বোর্ড:** উক্ত আইনের ১৩ নং ধারায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। ট্রাস্টের প্রশাসন ও পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে। উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে চেয়ারপার্সন হিসেবে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার মাতা, পিতা, অভিভাবক বা নিবন্ধিত সংগঠনের প্রতিনিধিগণের মধ্য হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭ (সাত) জন প্রতিনিধি থাকবেন। তবে উক্ত ৭(সাত) জন প্রতিনিধির মধ্যে অন্যূন ৪(চার) জন প্রতিনিধি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা, পিতা বা অভিভাবকগণের মধ্য হতে মনোনীত হবেন মর্মে শর্ত রয়েছে। এ ট্রাস্টি বোর্ডে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আরও ১৬ (ষোল) জন কর্মকর্তা সদস্য রয়েছেন।

❐ **ট্রাস্টের প্রধান কার্যাবলী - আইনের ১৭ ধারার আলোকে ট্রাস্টের কার্যাবলীসমূহের মধ্যে উল্লেযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে বিধৃত হলো:**

* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শনাক্তকরণ ও উক্তরূপ প্রতিবন্ধিতার মাত্রা নিরূপণের উদ্যোগ গ্রহণ ;

* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারের সংকটকালে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য নিবন্ধিত সংগঠনকে সহায়তা প্রদান;

* পারিবারিক সুবিধাবঞ্চিত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান এবং ক্ষেত্রমত, তার জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা ও অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তার পরিবার বা অভিভাবককে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহায়তা প্রদান ;

* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা-পিতা বা অভিভাবকের মৃত্যুতে তার জীবনব্যাপী যত্নপরিচর্যা ও অধিকার সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা এবং সমাজে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে তার পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত সহায়তা প্রদান;

* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের জন্য তাহাদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বা স্থাপনে ব্যক্তি ও সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ ও পাঠক্রম প্রণয়ন ;

* প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রার আলোকে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একীভূত শিক্ষা কিংবা বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা স্থাপনে ব্যক্তি বা সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান ;

* দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

* ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

* নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা নিশ্চিতপূর্বক তাহাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও কর্মে সম্পৃক্তকরণ ;

* উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিসহ সকল প্রকার সম্পত্তি নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ-দখল নিশ্চিত করার নিমিত্ত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ;

❐ **ট্রাস্টের তহবিল :**

আইনের ২৬ নং ধারার আলোকে ট্রাস্টের স্থায়ী তহবিল এবং চলতি তহবিল নামে দু'টি আলাদা তহবিল থাকবে, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে এর অনুকূলে সরকার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে প্রদান করবে, নির্দিষ্ট কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কল্যাণে যেকোন ব্যক্তি বা সংগঠন ট্রাস্টের অনুকূলে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করতে পারবে। উল্লেখিত ব্যক্তির সকল প্রয়োজন মেটাবার পর উদ্বৃত্ত অর্থ অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে।

বিশ্ব অটিজম দিবসের 'থীমসঙ'

গীতিকার : নাছিমা বেগম এনডিসি

বিশেষ শিশুর বিশেষ দিন
দুই এপ্রিল
চেতনাতে বাণ ডেকেছে
জ্বলছে বাতি নীল ॥

এক সময়ে জীবন ছিল
শুধুই বেদনার
দিন বদলের দিন এসেছে
জোরকদমে চলার
হতাশাকে পেছন ফেলে
এগিয়ে যাবো সবাই মিলে
নতুন দিনের যাত্রাপথে
নীলবর্ণের মিছিল ॥

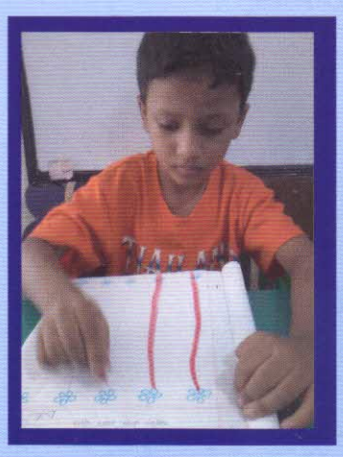

বিশেষ শিশুর চাওয়া পাওয়া
এক ধরণের নয়
ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে
ভিন্ন ভিন্ন হয়
অনেক কিছুর পরেও আছে
তাদের অন্তমিল
তারাও এখন স্বপন দেখে
জীবন যে বর্ণিল ॥

অটিজম

দ্রুত ব্যবস্থা নিন
দ্রুত সনাক্ত করুন

১। অটিজম কোন রোগ নয়, মস্তিষ্কের একটি বিকাশজনিত সমস্যা: যার ফলে শিশু অন্যের সাথে যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরী করতে পারে না এবং একই কাজ বা আচরণ বার বার করে থাকে।

২। শিশুর মধ্যে এই সমস্যাগুলো কম বা বেশী মাত্রায় থাকতে পারে।

৩। দ্রুত সনাক্ত করণ ও যথোপযোগী ব্যবস্থা নিলে এই শিশুরাও অন্যান্য শিশুদের মত উন্নতি করতে পারে।

শিশুর মধ্যে নীচের সমস্যাগুলো দেখতে পেলে অবশ্যই নিকটস্থ স্বাস্থকর্মী/স্বাস্থসেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন ঃ

আপনার শিশুর যদি :

* ৬ মাসের ভিতরে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে না হাসে।
* ৯ মাসের ভিতর তার চতুর্পার্শ্বের যত্নকারীদের কথা, শব্দ, হাসি এবং মুখের ভাবভঙ্গির সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ামূলক আচারণ না করে।
* ১ বছরের ভিতরে মুখে কোন শব্দ না করে, আঙ্গুল দিয়ে কোন কিছু না দেখায়, টাটা না দেয় বা হাত দিয়ে শক্ত করে না ধরে।
* এক বছরের ভিতর কোন ভঙ্গি না করে।
* ১৬ মাসের ভিতর একটি শব্দ না বলে।
* ২ বছরের ভিতর দুইটি শব্দের সংমিশ্রণে (অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি না করে) বাক্য না বলে।
* শিশুটির অর্জিত যোগাযোগ দক্ষতা বা সামাজিক দক্ষতা যদি হঠাৎ করে হারিয়ে যায়।

আলাদা থাকতে পছন্দ করে।

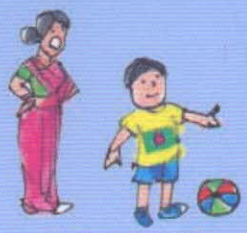
নাম ডাকলে সাড়া দেয়না, কখনো কখনো কানে শুনেনা মনে হয়।

চোখে চোখে তাকায় না।

যে কোন জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি।

অকারণে-অসময়ে হাসি।

সমবয়সী শিশুদের সাথে মিশতে ও খেলতে চায় না।

আঙ্গুল দিয়ে পছন্দের কিছু দেখায় না।

কিছু কাজ ভালো ভাবে করতে পারে তবে সামাজিক ভাবে উপযুক্ত কাজ গুলো পারে না।

ভয় ও বিপদ বোঝে না।

যা শুনে হুবহু সেটা বলে।

মিছামিছি খেলা খেলতে পারে না।

বিভিন্ন জিনিস ঘুরাতে পছন্দ করে।

বড়দের হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রয়োজন বোঝায়।

অতিমাত্রায় অস্থির, চঞ্চল অথবা সনিষ্ক্রিয়।

বিনা কারনে অতিরিক্ত কান্নাকাটি, মেজাজ/জিদ করা।

ব্যাথা পেলে অনুভব করতে পারেনা বা কাঁদে না।

একই নিয়মে চলতে পছন্দ করে কোন পরিবর্তন পছন্দ করে না।

জড়িয়ে ধরা বা স্পর্শ করা পছন্দ করে না।

সাধারণ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিখতে পারে না।

অস্বাভাবিক আচরণ করে বা শরীর দোলায়, নড়াচড়া করে, হাত নাড়ায় বা লাফায়।

সম্পাদনায়: নাছিমা বেগম এনডিসি, ভারপ্রাপ্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায়:

মুদ্রণে: খান এ্যাড
ডিজাইনে: শাহাবউদ্দিন

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
গ্রামবাংলার গণমানুষের ব্যাংক
www.krishibank.org.bd

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্থানী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.janatabank-bd.com

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
website : www.agranibank.org

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
উত্তম সেবার নিশ্চয়তা
www.rupalibank.org

বেসিক ব্যাংক লিমিটেড